অধ্যায় ০৫

প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং দেশপ্রেম

আলোচ্য বিষয়

▸ প্রকৃতি ও পরিবেশ ▸ মানুষ, প্রকৃতি ও জীব ▸ প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয় ▸ জীবসেবা ▸ দেশপ্রেম ▸ শ্রীরামের দেশপ্রেম ▸ দেশকে ভালোবাসা।

অধ্যায়ের মূলকথা

আমরা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করেই আমাদের জীবনযাপন। প্রকৃতিতে প্রতিটি সৃষ্টির গুরুত্ব আছে। মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা সবকিছু ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। ঈশ্বরের সকল সৃষ্ট জীব আমাদের কোনো না কোনো উপকারে আসে। পূজা-অর্চনা করতেও প্রকৃতির ব্যবহার রয়েছে। প্রকৃতি রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সকলকেই পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে হবে। দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। মানুষ হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব। কারণ জন্মভূমির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। দেশকে সুন্দর রাখতে হলে দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে। দেশের সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। তবেই ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি রক্ষা পাবে। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি যে যোগ্যতা অর্জন করব–

- প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও গুরুত্ব জেনে বলতে পারব; গাছপালা, পশুপাখি প্রভৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও পরিচর্যা করতে পারব; দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশকে ভালোবাসতে পারব।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিখনযোগ্যতা অর্জনোপযোগী পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি ও গুরুত্বপূর্ণ নমুনা প্রশ্নোত্তর এ অংশে দেওয়া হলো। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও নির্দেশনার আলোকে প্রণীত পাঠগুলো তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : মানুষ, প্রকৃতি ও জীব

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) — বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ কিছুক্ষণ ভাবো, প্রকৃতি আমাদের কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো। এবার নিচের ঘরে লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫৮

উত্তর : প্রকৃতি আমাদের কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে তা নিয়ে ভেবেছি এবং অন্য বন্ধুদের সাথে আলাপ করেছি। আলোচনায় যা উঠে এসেছে তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অক্সিজেন। অক্সিজেন আমরা প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকি। প্রকৃতি থেকে আমরা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফলমূলও পেয়ে থাকি। এসব খেয়ে আমরা জীবনধারণ করি। প্রকৃতি থেকে আমরা জল পাই। প্রকৃতি থেকে আমরা বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণের উপকরণ পেয়ে থাকি। প্রকৃতি থেকে আমরা আলো পাই। এই আলোতে অন্ধকার দূর হয়। এছাড়া প্রকৃতি থেকে আমরা জীবনযাপনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু সংগ্রহ করতে পারি।

কাজ ২ নিচের গাছটির কোন কোন অংশ আমাদের কাজে লাগে চিহ্নিত করো। কী কাজে লাগে বলো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬০

উত্তর : উপরিউক্ত গাছটি হলো আম গাছ। এ গাছের কোন কোন অংশ আমাদের কী কাজে লাগে তা দেখানো হলো :

পাতা :

- প্রকৃতিতে অক্সিজেন সরবরাহ করে।
- ভেষজ ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঘটের পল্লব হিসেবে ব্যবহার হয়।

ডালপালা :

- ছায়া দেয়।
- পরিবেশ সহায়ক পাখির আশ্রয় দেয়।

কান্ড :

- ঘরবাড়ি নির্মাণ
- আসবাবপত্র তৈরি
- হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যজ্ঞ ও সৎকার কাজে আম কাঠ ব্যবহৃত হয়।

কাজ ৩ যাচাই করি : বামপাশের শব্দের সাথে ডানপাশের শব্দ মিল কর। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬০

কার্তিক	পেঁচা
সরস্বতী	ময়ূর
দুর্গা	রাজহাঁস
লক্ষ্মী	সিংহ
	ইঁদুর

উত্তর : কার্তিক → ময়ূর; সরস্বতী → রাজহাঁস;
দুর্গা → সিংহ; লক্ষ্মী → পেঁচা।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

কাজ ১ প্রকৃতি আমাদের বিভিন্নভাবে উপকার করে থাকে। প্রকৃতি থেকে আমরা কী উপকার পাই তা নিয়ে ভাব এবং ভাবনাগুলো ছকাকারে উপস্থাপন কর।

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা; পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৭

উত্তর : প্রকৃতি থেকে আমরা যে উপকার পাই তা নিচে ছকাকারে উপস্থাপন করা হলো :

কাজ ২ দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় উপাচার হিসেবে বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে পূজা-অর্চনায় উপাচার হিসেবে গাছপালা থেকে আমরা কী কী পাই? তা নিয়ে ভাব এবং ভাবনাগুলো ছকাকারে উপস্থাপন কর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা; পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৯

উত্তর : দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় উপাচার হিসেবে গাছপালা থেকে আমরা কী কী পাই তা নিচে ছকাকারে উপস্থাপন করা হলো :

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ

সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। যা স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকৃতি।
২। ঈশ্বর প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন।
৩। প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে মানুষ বেঁচে থাকে।
৪। আমরা বাতাস থেকে খাদ্য পাই।
৫। সূর্যের আলোতে গাছপালা জীবন পায়।
৬। প্রকৃতিকে রক্ষা করা ধর্মের অঙ্গ।
৭। কার্তিকের বাহন ইঁদুর।
৮। সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস।
৯। জীবের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন না।
১০। জীব হত্যা মহাপাপ।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। সত্য; ৩। সত্য; ৪। মিথ্যা; ৫। সত্য; ৬। সত্য; ৭। মিথ্যা; ৮। সত্য; ৯। মিথ্যা; ১০। সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। —— প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন।
২। যাদের —— আছে তারা জীব।
৩। আমরা —— থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস নেই।
৪। —— আমাদের অক্সিজেন দেয়।
৫। —— থেকে আলো পাই।
৬। সূর্যের আলোতে —— জীবন পায়।
৭। প্রকৃতিকে রক্ষা করা —— অঙ্গ।
৮। কার্তিকের বাহন ——।
৯। —— বাহন ইঁদুর।
১০। সরস্বতীর বাহন ——।

উত্তরমালা : ১। ঈশ্বর; ২। জীবন; ৩। বাতাস; ৪। গাছ; ৫। সূর্য; ৬। গাছপালা; ৭। ধর্মের; ৮। ময়ূর; ৯। গণেশের; ১০। রাজহাঁস।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের ছবিগুলো দেখে গাছের নাম বল।

(ক)

(খ)

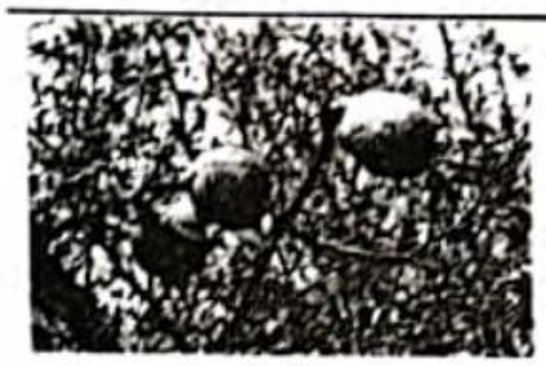

(গ)

(ঘ)

উত্তর :

(ক) → তুলসী গাছ (খ) → কলা গাছ
(গ) → বেল গাছ (ঘ) → বট গাছ

খ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। যা স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তাকে কী বলে?
উত্তর : প্রকৃতি।

প্রশ্ন ২। প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন কে?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ৩। যাদের জীবন আছে তাদের কী বলে?
উত্তর : জীব।

প্রশ্ন ৪। যাদের জীবন নেই তাদের কী বলে?
উত্তর : জড়।

প্রশ্ন ৫। মানুষ কীসের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে?
উত্তর : প্রকৃতি।

প্রশ্ন ৬। আমরা বাতাস থেকে কী নিয়ে থাকি?
উত্তর : শ্বাস-প্রশ্বাস।

প্রশ্ন ৭। গাছ আমাদের কী দেয়?
উত্তর : অক্সিজেন।

প্রশ্ন ৮। সূর্য থেকে আমরা কী পাই?
উত্তর : আলো।

প্রশ্ন ৯। সূর্যের আলোতে কী দূর হয়?
উত্তর : অন্ধকার।

প্রশ্ন ১০। সূর্যের আলোতে গাছপালা কী পায়?
উত্তর : জীবন।

প্রশ্ন ১১। হিন্দুধর্ম মতে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন?
উত্তর : অভিন্ন।

প্রশ্ন ১২। প্রকৃতিকে রক্ষা করা কীসের অঙ্গ?
উত্তর : ধর্ম।

প্রশ্ন ১৩। পূজার উপাদানগুলো আমরা কোথা থেকে পাই?
উত্তর : প্রকৃতি।

প্রশ্ন ১৪। সরস্বতী দেবীর বাহন কী?
উত্তর : রাজহাঁস।

প্রশ্ন ১৫। দেবতা কার্তিকের বাহন কী?
উত্তর : ময়ূর।

প্রশ্ন ১৬। গণেশের বাহন কী?
উত্তর : ইঁদুর।

প্রশ্ন ১৭। লক্ষ্মীর বাহন কী?
উত্তর : পেঁচা।

প্রশ্ন ১৮। দুর্গার বাহন কী?
উত্তর : সিংহ।

প্রশ্ন ১৯। প্রত্যেক জীবের মধ্যে কে বিরাজ করেন?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ২০। জীব হত্যা কী?
উত্তর : মহাপাপ।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। যা স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তাকে কী বলে?
ক প্রকৃতি — খ লীলাভূমি
গ স্বর্গ — ঘ জন্মভূমি
উত্তর : (ক) প্রকৃতি।

২। প্রকৃতি কে সৃষ্টি করেছেন?
ক মানুষ — খ ঈশ্বর
গ দেবতা — ঘ ঋষিগণ
উত্তর : (খ) ঈশ্বর।

৩। যাদের জীবন আছে তাদের কী বলে?
ক জড় — খ জীব
গ সজীব — ঘ নির্জীব
উত্তর : (খ) জীব।

৪। যাদের জীবন নেই তাদের কী বলে?
ক জড় — খ সজীব
গ জীব — ঘ নির্জীব
উত্তর : (ক) জড়।

৫। আমাদের অক্সিজেন দেয় কে?
ক গাছ — খ বায়ু
গ জল — ঘ বন
উত্তর : (ক) গাছ।

৬। কার্তিকের বাহনের নাম কী?
ক ময়ূর — খ রাজহাঁস
গ পেঁচা — ঘ সিংহ
উত্তর : (ক) ময়ূর।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। পূজা অর্চনার জন্য গাছ থেকে আমরা কী কী পেয়ে থাকি?
উত্তর : পূজা অর্চনার জন্য গাছ থেকে আমরা ফুল, ফল, পাতা, কাণ্ড ও শস্য পেয়ে থাকি।

প্রশ্ন ২। পূজা করতে কী কী লাগে?
উত্তর : পূজা করতে নানা রকম ফুল-ফল, বেলপাতা, নানা শস্যদানা, আমের পল্লব, তুলসীপাতা ইত্যাদি উপাচার লাগে।

প্রশ্ন ৩। পূজায় লাগে এমন চারটি গাছের নাম লেখ।
উত্তর : পূজায় লাগে এমন চারটি গাছের নাম হলো— ১. কলা গাছ; ২. তুলসী গাছ; ৩. বেল গাছ; ৪. বট গাছ।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১। | কৃ | তি | প্র |
উত্তর : প্রকৃতি।

প্রশ্ন ২। | ক্সি | ন | অ | জে |
উত্তর : অক্সিজেন।

প্রশ্ন ৩। | ৎ | গ | জী | জ | ব |
উত্তর : জীবজগৎ।

খ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১. ঈশ্বর প্রকৃতি	আমরা বেঁচে আছি।
২. মানুষ প্রকৃতি	শ্বাস-প্রশ্বাস নেই।
৩. প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে	সৃষ্টি করেছেন।
৪. আমরা বাতাস থেকে	আমরা অর্থ উপার্জন করি।
৫. গাছ আমাদের	অক্সিজেন দেয়।
	সৃষ্টি করতে পারে না।
	খাবার তৈরি করি।

উত্তরমালা :

১. ঈশ্বর প্রকৃতি **সৃষ্টি করেছেন।**
২. মানুষ প্রকৃতি **সৃষ্টি করতে পারে না।**
৩. প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে **আমরা বেঁচে আছি।**
৪. আমরা বাতাস থেকে **শ্বাস-প্রশ্বাস নেই।**
৫. গাছ আমাদের **অক্সিজেন দেয়।**

গ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। প্রকৃতি থেকে আমরা কী কী পাই?
উত্তর : প্রকৃতি থেকে আমরা বাতাস পাই, যা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সাহায্য করে। নদী থেকে জল পাই। মাটিতে ফসল ফলাই। গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফলমূল প্রভৃতিও প্রকৃতি থেকে আমরা পাই।

প্রশ্ন ২। আমরা কার পূজা করি? চারজন দেব-দেবীর নাম উল্লেখপূর্বক এদের বাহন কী লেখ।
উত্তর : আমরা দেব-দেবীর পূজা করি। চারজন দেব-দেবীর নাম ও বাহন হলো : ১. কার্তিক : কার্তিকের বাহন ময়ূর; ২. গণেশ : গণেশের বাহন ইঁদুর; ৩. সরস্বতী : সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস; ৪. দুর্গা : দুর্গার বাহন সিংহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছবিতে কোন কোন প্রাণী আছে নিচে তাদের নাম লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬১

উত্তর :

চড়ুই পাখি, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, গরু, ছাগল ও প্রজাপতি।

কাজ ২ নিচের ছকটি পূরণ করো। একটি করে দেখানো হলো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৩

প্রাকৃতিক বিপর্যয়	ক্ষতি
বন্যা	ঘর-বাড়ি ডুবে যায়, ফসলের ক্ষতি হয়।

উত্তর :

প্রাকৃতিক বিপর্যয়	ক্ষতি
বন্যা	ঘর-বাড়ি ডুবে যায়, ফসলের ক্ষতি হয়।
খরা	ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং খাদ্য সংকট দেখা দেয়।
ঘূর্ণিঝড়	ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় ফলে বাসস্থানের সংকট দেখা দেয়।
দাবানল	বনায়ন ধ্বংস হয় ও তাপমাত্রা বাড়ে।

কাজ ৩ বৃক্ষরোপণ দিবসের জন্য একটি স্লোগান লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৩

উত্তর :

'আসুন গাছ লাগাই, পরিবেশ বাঁচাই'।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি আরও শিখে নিই

কাজ ১ জীব প্রকৃতিতে কীভাবে অবদান রাখে একটু ভাব এবং ভাবনাগুলো ছকে উপস্থাপন কর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা; পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬২

জীবের নাম	প্রকৃতিতে জীবের অবদান

উত্তর : জীব প্রকৃতিতে নানাভাবে অবদান রাখে। কিন্তু কীভাবে অবদান রাখে তা ভেবে ভাবনাগুলো নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

জীবের নাম	প্রকৃতিতে জীবের অবদান
সাপ	ইঁদুর খেয়ে ফসলের ক্ষতি কমায়।
ব্যাঙ	কীটপতঙ্গ খেয়ে উপকার করে।
মৌমাছি	আমরা মৌচাক থেকে মধু পাই।
চড়ুই পাখি	পোকামাকড় খেয়ে উপকার করে।
কাক	ময়লা খেয়ে পরিবেশ পরিষ্কার রাখে।

কাজ ২ বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন হয়? তা নিয়ে ভাব এবং ভাবনাগুলো তালিকায় উপস্থাপন কর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা; পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৩

ক্রমিক নং	প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ

উত্তর : বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণ নিচের তালিকায় উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ
১.	ঘর-বাড়ি তৈরিতে জলাশয় ভরাট করা।
২.	গাছপালা ও বন কাটা।
৩.	পাহাড় কাটা।
৪.	ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো।
৫.	বন্যপ্রাণী নিধন করা।

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। ইঁদুর মাটির উর্বরতা বাড়ায়।
২। জীব বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা পাবে।
৩। প্রকৃতিতে প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজন আছে।
৪। দেবী মনসার সাথে সাপেরও আমরা পূজা করি।
৫। বন-জঙ্গল কেটে ফেললে বৃষ্টিপাত বেড়ে যায়।
৬। অধিক গাছপালার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে।
৭। ঘূর্ণিঝড় হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
৮। প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করলে আমাদের অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হবে।
৯। একটি জীব আরেকটি জীবের উপর নির্ভরশীল নয়।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। সত্য; ৫। মিথ্যা; ৬। মিথ্যা; ৭। সত্য; ৮। মিথ্যা; ৯. মিথ্যা।

ঘ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। ——— বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়।
২। ——— মাটির উর্বরতা বাড়ায়।
৩। দেবী ——— সাথে সাপকেও আমরা পূজা করি।
৪। ——— বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়।
৫। কৃষি কাজের জন্য ——— উজাড় হচ্ছে।
৬। বন-জঙ্গল কেটে ফেললে ——— কমে যায়।
৭। বন-জঙ্গল কেটে ফেললে সবুজ প্রান্তর পরিণত হয় ———।
৮। গাছের অভাবে ক্রমাগত ——— বাড়ছে।

উত্তরমালা : ১। প্রকৃতির; ২। ইঁদুর; ৩। মনসার; ৪। জীব; ৫। বন; ৬। বৃষ্টিপাত; ৭। মরুভূমিতে; ৮। তাপমাত্রা।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের ছবিগুলো দেখে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নাম বল।

(ক)

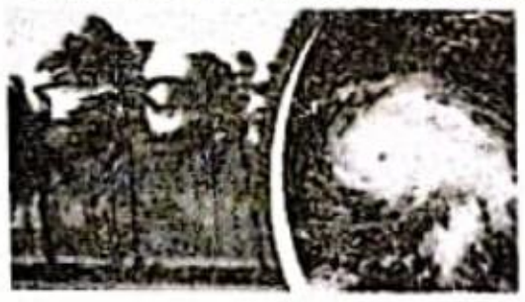

(খ)

উত্তর :
(ক) → ঘূর্ণিঝড়
(খ) → দাবানল

খ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। ধান, গম, ডাল– এসবকে কী বলে?
উত্তর : ফসল।

প্রশ্ন ২। ফসল থেকে কী তৈরি হয়?
উত্তর : খাবার।

প্রশ্ন ৩। কোন প্রাণী ফসল নষ্ট করে?
উত্তর : ইঁদুর ও চড়ুই পাখি।

প্রশ্ন ৪। কোন প্রাণী কীটপতঙ্গ খায়?
উত্তর : চড়ুই পাখি।

প্রশ্ন ৫। কোন প্রাণী মাটির উর্বরতা বাড়ায়?
উত্তর : ইঁদুর।

প্রশ্ন ৬। দেবী মনসার সাথে আমরা কোন প্রাণীর পূজা করি?
উত্তর : সাপ।

প্রশ্ন ৭। জীব বিলুপ্ত হলে কী নষ্ট হয়?
উত্তর : প্রকৃতির ভারসাম্য।

প্রশ্ন ৮। ঘরবাড়ি তৈরির জন্য কী ভরাট করা হচ্ছে?
উত্তর : জলাশয়।

প্রশ্ন ৯। বন-জঙ্গল কেটে ফেললে কী কমে যায়?
উত্তর : বৃষ্টিপাত।

প্রশ্ন ১০। গাছের অভাবে ক্রমাগত পৃথিবীর কী বাড়ছে?
উত্তর : তাপমাত্রা।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। জীবের বিলুপ্তি ঘটলে কীসের ভারসাম্য নষ্ট হয়?
ⓚ পরিবেশ ⓚ সমাজ
(ক) পরিবেশ (খ) সমাজ
(গ) প্রকৃতি (ঘ) মাটি
উত্তর : (গ) প্রকৃতি।

২। কীসের অভাবে দিন দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে?
(ক) গাছ (খ) পাহাড়
(গ) জলাশয় (ঘ) মরুভূমি
উত্তর : (ক) গাছ।

৩। নিচের কোনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ?
(ক) ঘূর্ণিঝড় (খ) নৌকাডুবি
(গ) সংঘর্ষ (ঘ) অগ্নিকান্ড
উত্তর : (ক) ঘূর্ণিঝড়।

৪। কোন মৌসুমে আমরা গাছে জল দিতে পারি?
(ক) শুকনো (খ) বর্ষা
(গ) শীত (ঘ) সারাবছর
উত্তর : (ক) শুকনো।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। ফসল থেকে মানুষের কী তৈরি হয়? তিনটি ফসলের নাম লেখ।
উত্তর : ফসল থেকে মানুষের খাবার তৈরি হয়। তিনটি ফসলের নাম হলো ধান, গম ও ডাল।

প্রশ্ন ২। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে কী হয়? তিনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম লেখ।
উত্তর : প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়। তিনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো– ১. বন্যা; ২: খরা; ৩. ঘূর্ণিঝড়।

প্রশ্ন ৩। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণী আমাদের কী উপকার করে?
উত্তর : চড়ুই পাখি কীটপতঙ্গ খায়, ইঁদুর মাটির উর্বরতা বাড়ায়। যার ফলে ফসল উৎপাদন ভালো হয়। এভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণী আমাদের উপকার করে।

প্রশ্ন ৪। ইঁদুর, ব্যাঙ প্রকৃতির কীভাবে উপকার করে?
উত্তর : ইঁদুর মাটি খুঁড়ে জমির উর্বরতা বাড়ায়। আর ব্যাঙ কীটপতঙ্গ খেয়ে পরিবেশকে সুন্দর রাখে।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১।

দু	ই	র

উত্তর : ইঁদুর।

প্রশ্ন ২।

র্ব	তা	উ	র

উত্তর : উর্বরতা।

প্রশ্ন ৩।

ক্ষ	ণ	প	বৃ	রো

উত্তর : বৃক্ষরোপণ।

প্রশ্ন ৪।

ট	ত	কী	জ্ঞ	প

উত্তর : কীটপতঙ্গ।

ঘ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১. প্রকৃতির বিপর্যয় হলে	মাটির উর্বরতা বাড়ায়।
২. ইঁদুর	আমাদের উপকারে আসে।
৩. চড়ুই পাখি	প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়।
৪. প্রত্যেকটি জীব	পৃথিবী সাগরে পরিণত হবে।
৫. জীব বিলুপ্ত হলে	মানুষেরও বিপর্যয় হবে।
	কীটপতঙ্গ খায়।
	আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে।

উত্তরমালা :

১. প্রকৃতির বিপর্যয় হলে **মানুষেরও বিপর্যয় হবে।**
২. ইঁদুর **মাটির উর্বরতা বাড়ায়।**
৩. চড়ুই পাখি **কীটপতঙ্গ খায়।**
৪. প্রত্যেকটি জীব **আমাদের উপকারে আসে।**
৫. জীব বিলুপ্ত হলে **প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়।**

গ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। প্রাণী কাকে বলে? দুইটি প্রাণীর নাম লেখ। যেসব প্রাণীকে ক্ষতিকর মনে হয়, কিন্তু তারা ক্ষতিকর নয় কেন?

উত্তর : যাদের প্রাণ আছে তাদের প্রাণী বলা হয়। দুইটি প্রাণী হলো– ১. ইঁদুর; ২. চড়ুই পাখি।

ইঁদুর ফসল নষ্ট করে। চড়ুই পাখিও ফসল নষ্ট করে। এদের ক্ষতিকর মনে হলেও ক্ষতিকর নয়। কারণ, প্রকৃতিতে তাদের অবদান রয়েছে। ইঁদুর মাটির উর্বরতা বাড়ায়। চড়ুই পাখি কীট পতঙ্গ খায়। যার ফলে ফসল ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রশ্ন ২। প্রকৃতি কী? প্রকৃতি কীভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : যা স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তাকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি নানাভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে। যেমন– ১. ঘরবাড়ি তৈরির জন্য জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে; ২. বন কাটা হচ্ছে; ৩. কৃষি কাজের জন্য বন উজাড় হচ্ছে। এতে পশুপাখির বাসস্থান কমে যাচ্ছে। অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রকৃতি বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে।

প্রশ্ন ৩। প্রকৃতির জীব বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় কেন? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : প্রকৃতির জীব বিলুপ্ত হওয়া মানে পশুপাখি বিলুপ্ত হওয়া, গাছপালা বিলুপ্ত হওয়া। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে। সেই সাথে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জীবসেবা

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছবিতে পশুরা আমাদের কী কী উপকার করছে, নিচে লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৪

.....
.....
.....

উত্তর : ছবিতে পশুরা আমাদের কী কী উপকার করছে তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

কুকুর আমাদের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। গরু আমাদের দুধ দেয়। গরুর গোবর থেকে সার হয়। যা আমাদের কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। ঘোড়া পণ্য পরিবহনে সহায়তা করে থাকে।

কাজ ২ পশু, পাখি ও গাছের জন্য তোমরা কী কী করতে পারো লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৫

পশুর জন্য	পাখির জন্য	গাছের জন্য

উত্তর : পশু, পাখি ও গাছের জন্য আমরা কী কী করতে পারি তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

পশুর জন্য যা করতে পারি :

- খাবার উচ্ছিষ্ট রেখে দিতে পারি কুকুরের জন্য।
- অসুস্থ পশুর যত্ন করে জীবন বাঁচাতে পারি।
- গবাদিপশুকে নিয়মিত খাবার দিতে পারি।
- পশুর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারি।

পাখির জন্য যা করতে পারি :

- ফেলে দেয়া হাঁড়ি-কুড়ি দিয়ে পাখির জন্য বাসা বানাতে পারি।
- তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য জলের ব্যবস্থা করতে পারি।
- পাখিকে নিয়মিত খাবার দিতে পারি।
- পানি ও খাবার পাত্র যেন প্রতিদিন পরিষ্কার থাকে সেটা নিশ্চিত করতে পারি।

গাছের জন্য যা করতে পারি :

- শুকনো মৌসুমে গাছে জল দিতে পারি।
- বর্ষায় গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে পারি।

- পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছে কীটনাশক ব্যবহার করতে পারি।
- গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য সার দিতে পারি।

কাজ ৩ তোমার প্রিয় পশু অথবা পাখির ছবি আঁকো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৬

উত্তর : শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিজেদের মতো করে তোমাদের প্রিয় পশু অথবা পাখির ছবি আঁকবে। তোমাদের আঁকার সুবিধার্থে একটি পশুর (গরু) ছবি এঁকে দেখানো হলো :

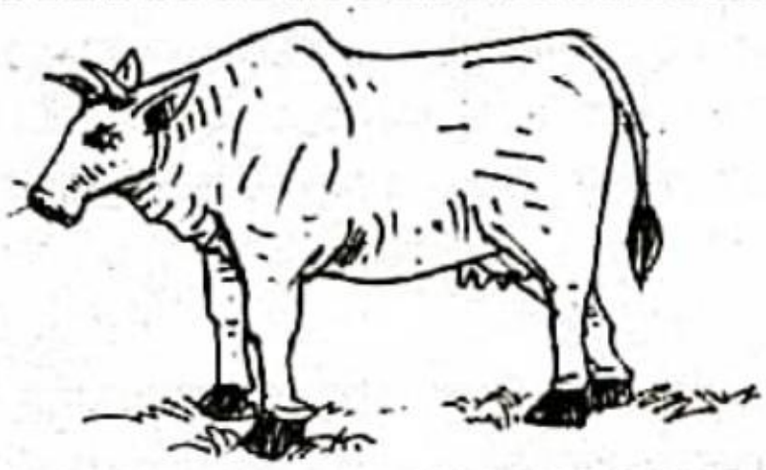

কাজ ৪ তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য তুমি কী করতে পারো, লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৬

.....
.....
.....

উত্তর : তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য আমি কী করতে পারি তা নিচে লেখা হলো :

তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য আমি জলের ব্যবস্থা করতে পারি। ফেলে দেওয়া হাঁড়ি-কুড়ি দিয়ে পাখির জন্য বাসা বানিয়ে দিতে পারি।

কাজ ৫ যাচাই করি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৬

১. পাখি কীভাবে ফসল উৎপাদন বাড়ায়?
ক. ফসল খেয়ে খ. গাছে বসে
✓ গ. পোকামাকড় খেয়ে ঘ. মাঠের উপর উড়ে গিয়ে

২. কুকুর আমাদের কী দেয়?
ক. চকলেট ✓ খ. নিরাপত্তা
গ. আশ্রয় ঘ. খাদ্য

৩. গরুর গোবর আমরা কী হিসেবে ব্যবহার করি?
✓ ক. সার খ. মাটি
গ. ঘাস ঘ. কাঠ

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। ঈশ্বর জীবের অন্তরে অবস্থান করেন।
২। সকল জীবকে ভালোবাসা উচিত নয়।
৩। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।
৪। অন্যায় করলে পাপ হয়।
৫। সাপ গৃহপালিত প্রাণী।
৬। ছাগল আমাদের দুধ দেয়।
৭। গরুর গোবর থেকে সার হয়।
৮। যত্ন নিলে সুস্থ পশু বেঁচে যায়।
৯। বর্ষা মৌসুমে গাছে জল দিতে হয়।
১০। বর্ষায় গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হয়।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। সত্য; ৫। মিথ্যা; ৬। মিথ্যা; ৭। সত্য; ৮। মিথ্যা; ৯। মিথ্যা; ১০। সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ——।
২। সকল —— ভালোবাসা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা।
৩। কুকুরকে দেখলে —— ছোড়া উচিত নয়।
৪। পাখি —— করা উচিত নয়।
৫। চিড়িয়াখানায় গেলে পশু-পাখিদের —— করা উচিত নয়।
৬। কুকুর আমাদের —— দেয়।
৭। গরু আমাদের —— দেয়।
৮। গরুর গোবর থেকে —— হয়।
৯। —— পোকামাকড় খেয়ে ফসল উৎপাদন বাড়ায়।
১০। —— নিলে অনেক অসুস্থ পশু বেঁচে যায়।

উত্তরমালা : ১। ঈশ্বর; ২। সৃষ্টিকে; ৩। ঢিল; ৪। শিকার; ৫। বিরক্ত; ৬। নিরাপত্তা; ৭। দুধ; ৮। সার; ৯। পাখি; ১০। যত্ন।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। সকল জীবের অন্তরে কে অবস্থান করেন?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ২। ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে কাকে ভালোবাসা হয়?
উত্তর : ঈশ্বরকে।

প্রশ্ন ৩। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। কে বলেছেন?
উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রশ্ন ৪। পশুপাখির সেবা করলে কার সেবা করা হয়?
উত্তর : ঈশ্বরের।

প্রশ্ন ৫। পোষা কুকুর আমাদের কী উপকার করে?
উত্তর : নিরাপত্তা দেয়।

প্রশ্ন ৬। পাখি কীভাবে ফসল উৎপাদন বাড়ায়?
উত্তর : পোকামাকড় খেয়ে।

প্রশ্ন ৭। তৃষ্ণার্ত পাখির কীসের প্রয়োজন?
উত্তর : জলের।

প্রশ্ন ৮। শুকনো মৌসুমে গাছে কী দিতে পারি?
উত্তর : জল।

প্রশ্ন ৯। বর্ষায় গাছের গোড়ার কী পরিষ্কার করে দিতে পারি?
উত্তর : আগাছা।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' কথাটি কে বলেছেন?
ক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব খ স্বামী বিবেকানন্দ
গ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র
উত্তর : (খ) স্বামী বিবেকানন্দ।

২। জীবের অন্তরে কে বাস করেন?
ক ঈশ্বর খ দেবতা
গ মহেশ্বর ঘ ব্রহ্ম
উত্তর : (ক) ঈশ্বর।

৩। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে কাকে ভালোবাসা হয়?
ক ব্রহ্ম খ দেবতা
গ ঈশ্বর ঘ মহেশ্বর
উত্তর : (গ) ঈশ্বর।

৪। কুকুর আমাদের কী দেয়?
ক আশ্রয় খ ভালোবাসা
গ প্রণাম ঘ নিরাপত্তা
উত্তর : (ঘ) নিরাপত্তা।

৫। গরুর গোবর আমরা কী হিসেবে ব্যবহার করি?
ক সার খ মাটি
গ ঘাস ঘ কাঠ
উত্তর : (ক) সার।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। স্বামী বিবেকানন্দ জীবসেবা সম্পর্কে কী বলেছেন?
উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ জীবসেবা সম্পর্কে বলেছেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

প্রশ্ন ২। তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য কীসের ব্যবস্থা করা উচিত?
উত্তর : তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য জলের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রশ্ন ৩। তুমি কীভাবে পাখির বাসা বানাতে পারো?
উত্তর : ফেলে দেয়া হাঁড়ি-কুড়ি দিয়ে আমি পাখির বাসা বানাতে পারি।

প্রশ্ন ৪। তুমি কীভাবে গাছের যত্ন নাও?
উত্তর : আমি শুকনো মৌসুমে গাছে জল দিই। বর্ষায় গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করে দিই। এভাবে আমি গাছের যত্ন নিই।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১।

ষ্ণা	র্ত	তৃ

উত্তর : তৃষ্ণার্ত।

প্রশ্ন ২।

নু	তি	অ	ভূ

উত্তর : অনুভূতি।

প্রশ্ন ৩।

হ	লি	গৃ	ত	পা

উত্তর : গৃহপালিত।

খ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১. পথের কুকুরকে দেখলে	শিকার করা উচিত নয়।
২. পাখি	লোভ আছে।
৩. পশু-পাখিদের প্রাণ আছে,	রপ্তানি করা হয়।
৪. গরুর গোবর	ঢিল ছোড়া উচিত নয়।
৫. ফেলে দেয়া হাঁড়ি-কুড়ি দিয়ে	সার হিসেবে ব্যবহার হয়।
	অনুভূতি আছে।
	পাখির জন্য বাসা বানানো যায়।

উত্তরমালা :
১. পথের কুকুরকে দেখলে ঢিল ছোড়া উচিত নয়।
২. পাখি শিকার করা উচিত নয়।
৩. পশু-পাখিদের প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে।
৪. গরুর গোবর সার হিসেবে ব্যবহার হয়।
৫. ফেলে দেয়া হাঁড়ি-কুড়ি দিয়ে পাখির জন্য বাসা বানানো যায়।

ঘ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। এ পৃথিবীর সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন? আমরা কেন তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসব? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : এ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। আমরা ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসব। কারণ ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করেন।

প্রশ্ন ২। পশু-পাখিদের প্রতি আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কেন?
উত্তর : পথের কুকুরকে দেখলে ঢিল ছোড়া উচিত নয়। পাখি শিকার করা উচিত নয়। চিড়িয়াখানায় গেলে পশু-পাখিদের বিরক্ত করা উচিত নয়। এসব কাজ অন্যায়, পাপ। কেননা এদের প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে। এরা কষ্ট পায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দেশপ্রেম

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) — বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ দেশকে সুন্দর করে তুলতে তুমি কী কী কাজ করতে পারো? ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৮

১.

২.

৩.

উত্তর : দেশকে সুন্দর করে তুলতে আমি যা করতে পারি তা উল্লেখ করা হলো :

১. দেশকে ভালোবাসব, কখনো দেশ ছেড়ে যাব না।

২. দেশের আইন মেনে চলব।

৩. দেশের সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হব।

কাজ ২ যাচাই করি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৮

১. শ্রীরাম জন্মভূমিকে কীসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন?

ক. বিদেশের ✓ খ. স্বর্গের

গ. পাতালের ঘ. নরকের

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। দেশকে ভালোবাসাই দেশপ্রেম।
২। মহাভারতে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা আছে।
৩। লঙ্কার আবহাওয়া ছিল মনোরম।
৪। শ্রীরামের জন্মভূমি ছিল লঙ্কা।
৫। শ্রীরামকে চৌদ্দ বছর বনবাসে থাকতে হয়েছিল।
৬। রাবণ ছিলেন রামের বন্ধু।
৭। শ্রীরামের গভীর দেশপ্রেম ছিল।
৮। পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন।
৯। রাবণের কাছে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় ছিল জন্মভূমি।
১০। শ্রীরামের কাছে জন্মভূমি জননীর মতো।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। মিথ্যা; ৫। সত্য; ৬। মিথ্যা; ৭। সত্য; ৮. সত্য; ৯. মিথ্যা; ১০. সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। যেখানে মানুষ জন্ম নেয় সেটাই হলো ——।
২। দেশপ্রেম বলতে বোঝায় দেশকে ——।
৩। দেশপ্রেম —— অঙ্গ।
৪। দেশের প্রতি ভালোবাসাকে বলে ——।
৫। —— রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা আছে।
৬। শ্রীরামের জন্মভূমি ছিল ——।
৭। শ্রীরামকে —— বছর বনবাসে থাকতে হয়েছিল।
৮। —— ছিলেন রামের বন্ধু।
৯। লঙ্কার আবহাওয়া ছিল ——।

উত্তরমালা : ১। জন্মভূমি; ২। ভালোবাসা; ৩। ধর্মের; ৪। দেশপ্রেম; ৫। রামায়ণে; ৬। অযোধ্যা; ৭। চৌদ্দ; ৮। বিভীষণ; ৯. মনোরম।

বলা শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। যেখানে মানুষ জন্ম নেয় সেটাই কী?
উত্তর : জন্মভূমি।

প্রশ্ন ২। দেশকে ভালোবাসাই কী?
উত্তর : দেশপ্রেম।

প্রশ্ন ৩। রাম-রাবণের যুদ্ধে কার মৃত্যু হয়?
উত্তর : রাবণের।

প্রশ্ন ৪। রাবণের ভাই বিভীষণ কোথাকার সিংহাসনে বসে?
উত্তর : লঙ্কার।

প্রশ্ন ৫। শ্রীরামের জন্মভূমির নাম কী?
উত্তর : অযোধ্যা।

প্রশ্ন ৬। বিভীষণ রামের কে ছিলেন?
উত্তর : বন্ধু।

প্রশ্ন ৭। শ্রীরাম জন্মভূমিকে কীসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেছেন?
উত্তর : স্বর্গের।

প্রশ্ন ৮। রামায়ণে কাদের যুদ্ধের কথা আছে?
উত্তর : রাম-রাবণ।

প্রশ্ন ৯। রাবণের ভাই কে ছিলেন?
উত্তর : বিভীষণ।

প্রশ্ন ১০। শ্রীরামকে কত বছর বনবাসে থাকতে হয়েছিল?
উত্তর : চৌদ্দ বছর।

প্রশ্ন ১১। দেশপ্রেমের সুন্দর গল্প আছে কোন ধর্মগ্রন্থে?
উত্তর : রামায়ণে।

প্রশ্ন ১২। পিতৃসত্য পালনের জন্য কাকে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল?
উত্তর : শ্রীরামকে।

পড়া নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। দেশকে ভালোবাসাকে কী বলে?
ক বিচক্ষণতা খ দেশপ্রেম
গ আতিথিয়তা ঘ সহনশীলতা
উত্তর : (খ) দেশপ্রেম।

২। রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা আছে কোন ধর্মগ্রন্থে?
ক বেদ খ উপনিষদ
গ রামায়ণ ঘ মহাভারত
উত্তর : (গ) রামায়ণ।

৩। রাবণের মৃত্যুর পর লঙ্কার সিংহাসনে বসেন কে?
ক রাম খ লক্ষ্মণ
গ কংস ঘ বিভীষণ
উত্তর : (ঘ) বিভীষণ।

৪। শ্রীরামের জন্মভূমির নাম কী ছিল?
ক অযোধ্যা খ হস্তিনাপুর
গ লঙ্কা ঘ দ্বারকা
উত্তর : (ক) অযোধ্যা।

৫। রামকে কতবছর বনবাসে থাকতে হয়েছিল?
ক এগারো খ বারো
গ তেরো ঘ চৌদ্দ
উত্তর : (ঘ) চৌদ্দ।

৬। বন্ধু, লঙ্কা স্বর্ণপুরী তবু মোর প্রিয় নয়।
জননী-জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়॥ কথাটি কে বলেছেন?
ক বলরাম খ রাম
গ লক্ষ্মণ ঘ বিভীষণ
উত্তর : (খ) রাম।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। অপুর দেশকে শত্রু আক্রমণ করলে সে দেশ রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সচেষ্ট হয়। অপুর মাঝে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
উত্তর : অপুর মাঝে দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ২। রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
উত্তর : রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনি রামায়ণের অন্তর্গত।

প্রশ্ন ৩। রাম-রাবণের যুদ্ধে কার মৃত্যু হয়?
উত্তর : রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন ৪। রাবণের মৃত্যুর পর কে লঙ্কার সিংহাসন বসেন?
উত্তর : রাবণের মৃত্যুর পর তার ভাই বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে বসেন।

প্রশ্ন ৫। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে যাওয়ার সময় কী করেছিলেন?
উত্তর : শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে যাওয়ার সময় বারবার ফিরে তাকিয়েছেন অযোধ্যার দিকে এবং প্রিয় যোদ্ধাকে প্রণাম জানিয়েছিলেন।

লেখা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১। | যো | অ | ধ্যা |
উত্তর : অযোধ্যা।

প্রশ্ন ২। | ন্ম | মি | জ | ভূ |
উত্তর : জন্মভূমি।

প্রশ্ন ৩। | ং | ন | সি | স | হা |
উত্তর : সিংহাসন।

খ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১. জননী জন্মভূমি	সমৃদ্ধ একটি দেশ ছিল।
২. রামায়ণে	রামের বন্ধু।
৩. লঙ্কা খুবই	স্বর্গের থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়।
৪. বিভীষণ ছিলেন	রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা আছে।
৫. শ্রীরামের ছিল	যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ।
	গভীর দেশপ্রেম।
	কৌরব ও পান্ডবদের যুদ্ধের কথা আছে।

উত্তরমালা :
১. জননী জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়।
২. রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা আছে।
৩. লঙ্কা খুবই সমৃদ্ধ একটি দেশ ছিল।
৪. বিভীষণ ছিলেন রামের বন্ধু।
৫. শ্রীরামের ছিল গভীর দেশপ্রেম।

গ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। বিভীষণ রামের কে ছিলেন? তিনি রামকে কী অনুরোধ করেছিলেন? অনুরোধ গ্রহণ না করে রাম তাকে কী বলেছিলেন?
উত্তর : বিভীষণ রামের বন্ধু ছিলেন। তিনি যুদ্ধ শেষে রামকে লঙ্কায় থেকে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। রাম তাকে বলেছিলেন–

বন্ধু, লঙ্কা স্বর্ণপুরী তবু মোর প্রিয় নয়।
জননী-জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়॥

প্রশ্ন ২। জন্মভূমির কল্যাণের জন্য তুমি কী করবে?
উত্তর : জন্মভূমির কল্যাণে দেশের মানুষকে ভালোবাসব। দেশের মানুষের বিপদে সাহায্য করব। দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব। দেশের আইন মেনে চলব এবং দেশের সম্পদের ব্যবহারে মিতব্যয়ী হব।

প্রশ্ন ৩। শ্রীরাম দেশপ্রেম সম্পর্কে বিভীষণকে কী বলেছিলেন?
উত্তর : শ্রীরাম দেশপ্রেম সম্পর্কে বিভীষণকে বলেছিলেন–

বন্ধু, লঙ্কা, স্বর্ণপুরী তবু মোর প্রিয় নয়।
জননী জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়।।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : এসো দেশকে ভালোবাসি

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) — বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ তুমি কি তোমার দেশকে ভালোবাসো? কেন? লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৯

....

....

....

উত্তর : হ্যাঁ, আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। দেশকে আমি কেন ভালোবাসি তা নিচে লেখা হলো :

দেশ আমাদের মাতৃতুল্য। দেশ আমাদের খাদ্য দেয়। আশ্রয় ও শিক্ষা দিয়ে বড় করে। দেশপ্রেম আমাদের ধর্মের অঙ্গ। তাই আমি দেশকে ভালোবাসি।

কাজ ২ রাস্তা পার হওয়ার জন্য কী কী জিনিস মেনে চলতে হয়, লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৭০

১.

২.

উত্তর : রাস্তা পার হওয়ার সময় যেসব নিয়ম মেনে চলতে হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলতে হবে।

২. ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে।

৩. জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করতে হবে।

৪. রাস্তা পার হওয়ার সময় দৌড় দেওয়া যাবে না। ডানে-বামে দেখে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে রাস্তা পার হতে হবে।

৫. রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনে কথা বলা যাবে না।

কাজ ৩ যাচাই করি : তুমি যদি একদিনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হও, দেশের জন্য কোন কাজটি সবার আগে করবে। কেন? লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৭১

....

....

....

....

....

উত্তর : আমি যদি একদিনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হই, তবে দেশের জন্য কোন কাজটি সবার আগে করবো এবং কেন করবো তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

আমি যদি একদিনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হই, তবে দেশের জন্য যে কাজটি সবার আগে করব তা হলো দেশের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার জন্য আহ্বান জানাব। দেশ সুন্দর রাখতে চাইলে প্রত্যেক নাগরিককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকারী ব্যক্তি দেশের মানুষের বিপদে-আপদে পাশে থাকে, দেশের আইন মেনে চলে, দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, দেশের সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হয় এবং দেশের কল্যাণে কাজ করে। এমনকি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকারী ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গেও পিছপা হন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলে দেশের মানুষ শান্তিতে থাকবে এবং দেশ ভালো থাকবে। তাই আমি যদি একদিনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হই, তবে উপরে উল্লিখিত কাজটি সবার আগে করব।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

কাজ ১ দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হয়। দেশপ্রেম আমাদের ধর্মের অঙ্গ। যাঁরা দেশকে ভালোবাসে, তাঁরা দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত থাকে। তারাই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিক হিসেবে তোমরা কী করতে চাও তা দলে আলোচনা কর। আলোচনা শেষে এককভাবে তালিকায় উপস্থাপন কর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা; পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৯

....

....

....

উত্তর : দেশপ্রেমিক হিসেবে কী করতে চাই তা লিখে তালিকায় উপস্থাপন করা হলো :

১. দেশকে ভালোবাসব।	৫. শহিদদের স্মরণ করব।
২. বনায়ন করব।	৬. মানুষকে ভালোবাসব।
৩. দেশের সেবা করব।	৭. জাতীয় দিবস পালন করব।
৪. অসহায়দের সাহায্য করব।	

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ।
২। একসময় আমাদের দেশমাতা স্বাধীন ছিল।
৩। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন।
৪। দেশের আইন সকলের মানতে হবে না।
৫। সকলেরই উচিত মিতব্যয়ী হওয়া।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। মিথ্যা; ৫। সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। দেশ আমাদের —— ও শিক্ষা দিয়ে বড় করে।
২। দেশের মানুষের —— সাহায্য করতে হবে।
৩। দেশের —— সবাইকে মানতে হবে।
৪। কাজে ফাঁকি দিলে দেশের —— হয়।
৫। অকারণে —— জ্বালিয়ে রাখা উচিত নয়।

উত্তরমালা : ১। আশ্রয়; ২। বিপদে; ৩। আইন; ৪। ক্ষতি; ৫। আলো।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের ছবিগুলো দেখে নাম বল।

(ক)

(খ)

উত্তর :

(ক) → মুক্তিবাহিনী (খ) → হানাদার বাহিনী

খ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। দেশকে কার মতো ভালোবাসতে হয়?
উত্তর : মায়ের।

প্রশ্ন ২। দেশপ্রেম কীসের অঙ্গ?
উত্তর : ধর্মের।

প্রশ্ন ৩। আমাদের সকলের কী মানা উচিত?
উত্তর : আইন।

প্রশ্ন ৪। কী মেনে রাস্তা পার হতে হবে?
উত্তর : ট্রাফিক সিগন্যাল।

প্রশ্ন ৫। কাজে ফাঁকি দিলে দেশের কী হয়?
উত্তর : ক্ষতি।

সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

প্রশ্ন ৬। আমরা কী হব?
উত্তর : মিতব্যয়ী।

প্রশ্ন ৭। মিতব্যয়ী হলে কী বাঁচবে?
উত্তর : দেশের সম্পদ।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। **দেশ আমাদের কী দিয়ে বড় করে?**
ক) চকলেট ও খেলনা খ) আশ্রয় ও অহংকার
গ) জ্ঞান-বুদ্ধি ঘ) আশ্রয় ও শিক্ষা
উত্তর : (ঘ) আশ্রয় ও শিক্ষা।

২। **যুদ্ধে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছিল?**
ক) ২৫ লক্ষ খ) ৩০ লক্ষ
গ) ৩২ লক্ষ ঘ) ৩৫ লক্ষ
উত্তর : (খ) ৩০ লক্ষ।

৩। **মায়ের মতো কার সেবা করতে হবে?**
ক) দেশের খ) বিদেশের
গ) ভিনদেশের ঘ) পরদেশের
উত্তর : (ক) দেশের।

৪। **দেশের মানুষ ভালো না থাকলে কে ভালো থাকে না?**
ক) ঈশ্বর খ) দেশ
গ) সমাজ ঘ) প্রকৃতি
উত্তর : (খ) দেশ।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। দেশ আমাদের কী দিয়ে বড় করে?
উত্তর : দেশ আমাদের আশ্রয় ও শিক্ষা দিয়ে বড় করে।।

প্রশ্ন ২। আমরা সবসময় কার মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করি?
উত্তর : আমরা সবসময় মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করি।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১।

ধী	ষা	ন

উত্তর : স্বাধীন।

প্রশ্ন ২।

শ	দে	ম	প্রে

উত্তর : দেশপ্রেম।

খ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১. দেশকে মায়ের মতো	ধর্মের অঙ্গ।
২. দেশপ্রেম আমাদের	মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল।
৩. দেশমাতার মুখে হাসি ফোটাতে	অসুন্দর দেখতে চাই না।

বামপাশ	ডানপাশ
৪. দেশকে আমরা	নিজেকে রক্ষা করতে হবে।
৫. দেশের মানুষের বিপদে	ভালোবাসতে হয়।
	সুন্দর করতে হয়।
	সাহায্য করতে হবে।

উত্তরমালা :

১. দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হয়।
২. দেশপ্রেম আমাদের ধর্মের অঙ্গ।
৩. দেশমাতার মুখে হাসি ফোটাতে মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল।
৪. দেশকে আমরা অসুন্দর দেখতে চাই না।
৫. দেশের মানুষের বিপদে সাহায্য করতে হবে।

গ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। দেশপ্রেম কী? তুমি কেন দেশকে ভালোবাসবে?

উত্তর : দেশের প্রতি ভালোবাসাকে দেশপ্রেম বলে। আমি দেশকে ভালোবাসব কারণ দেশ আমাদের খাদ্য দেয়, আশ্রয় ও শিক্ষা দিয়ে বড় করে। শাস্ত্রেও দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসতে বলা হয়েছে। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। তাই আমি দেশকে ভালোবাসব।

প্রশ্ন ২। তুমি কীভাবে মিতব্যয়ী হবে? এতে দেশ কীভাবে উপকৃত হবে?

উত্তর : মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য আমি যা করব– ১. খাবার নষ্ট করব না; ২. ঘরে অকারণে আলো জ্বালিয়ে রাখব না; ৩. পানির অপচয় করব না। মিতব্যয়ী হলে দেশের সম্পদ বাঁচবে। এই সম্পদ সবাই সমানভাবে পাবে।

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন — নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

শিক্ষার্থীর শিখন/পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষক/অভিভাবকগণ নিচের **'পাঠোত্তর মূল্যায়ন ও নির্দেশনা ছক'** ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য স্থানে টিক (✓) চিহ্ন প্রদান করে অগ্রগতি যাচাই করবেন। কোনো শিখনযোগ্যতা/নির্দেশকের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে তা পুনরায় অনুশীলনের উদ্যোগ নিতে হবে।

শিখনযোগ্যতা/ নির্দেশক	প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
১। প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব সনাক্ত করতে পারা।			
২। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার বিভিন্ন জীবের জেনে তা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারা।			
৩। গাছপালা, পশুপাখি প্রভৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে তাদের পরিচর্যা করতে পারা।			
৪। দেশপ্রেমিক হিসেবে স্বদেশের জন্য কী কী কাজ করা উচিত তা চিহ্নিত করতে পারা।			

ধারাবাহিক/ শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

তারিখ : ☐☐☐ ধারাবাহিক মূল্যায়ন সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। জীব প্রকৃতিতে নানাভাবে অবদান রাখে। কিন্তু কীভাবে অবদান রাখে একটু ভাব এবং নিচের ছকটি পূরণ কর।

জীবের নাম	প্রকৃতিতে জীবের অবদান
সাপ	
চড়ুই পাখি	
কাক	

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।
ক. সরস্বতী দেবীর বাহন কী?
খ. দেবী মনসার সাথে আমরা কোন প্রাণীর পূজা করি?
গ. সকল জীবের অন্তরে কে অবস্থান করেন?
ঘ. শ্রীরামের জন্মভূমির নাম কী?

৩। বামপাশের শব্দের সাথে ডানপাশের শব্দ মিল কর।

কার্তিক	সিংহ
সরস্বতী	ইঁদুর
দুর্গা	রাজহাঁস
	ময়ূর

৪। নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।
ক. এ পৃথিবীর সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন? আমরা কেন তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসব? সংক্ষেপে লেখ।
খ. শ্রীরাম দেশপ্রেম সম্পর্কে বিভীষণকে কী বলেছিলেন?

উত্তরমালা

১ ▸

জীবের নাম	প্রকৃতিতে জীবের অবদান
সাপ	ইঁদুর খেয়ে ফসলের ক্ষতি কমায়।
চড়ুই পাখি	পোকামাকড় খেয়ে উপকার করে।
কাক	ময়লা খেয়ে পরিবেশ পরিষ্কার রাখে।

২ ▸ ক. রাজহাঁস; খ. সাপ; গ. ঈশ্বর; ঘ. অযোধ্যা।
৩ ▸ কার্তিক → ময়ূর; সরস্বতী → রাজহাঁস; দুর্গা → সিংহ
৪ ▸ ক. ২৬১ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্ন ও উত্তর।
খ. ২৬৩ পৃষ্ঠার ৩নং প্রশ্ন ও উত্তর।

মূল্যায়ন রিপোর্ট : শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই উপযোগী

ধারাবাহিক/শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০১

সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধারণ করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লেখো।

প্রিয় ঈশ্বর,
.....
.....
ইতি
আপনার
.....

২। নিচের খালি ঘরটি পূরণ কর।

ধর্ম	স্রষ্টার নাম
হিন্দু	
ইসলাম	

৩। বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল করো।

ক. উপাসনার অর্থ হলো	জপ করতে হয়।
খ. প্রার্থনা হলো	ঈশ্বরকে স্মরণ করা।
গ. উপাসনায় আমাদের	ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া।
	দেহ-মন পবিত্র হয়।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কার অনুশাসন মেনে চলে?

খ. নির্মলা সুন্দরী কার নাম ছিল?

গ. মানুষে মানুষে কী করা উচিত নয়?

উত্তরমালা

১। ২১৪ পৃষ্ঠার ২নং প্রশ্ন ও উত্তর।

২।

ধর্ম	স্রষ্টার নাম
হিন্দু	ঈশ্বর
ইসলাম	আল্লাহ

৩। ক. উপাসনার অর্থ হলো ঈশ্বরকে স্মরণ করা।
খ. প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া।
গ. উপাসনায় আমাদের দেহ-মন পবিত্র হয়।

৪। ক. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন মেনে চলে।
খ. মা আনন্দময়ীর নাম ছিল নির্মলা সুন্দরী।
গ. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা উচিত নয়।

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০২

সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। স্বামী প্রণবানন্দের জীবনী থেকে যা জানতে পেরেছ, তা নিচে লেখো।

.....
.....

২। ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে লেখ।

৩। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. ঈশ্বর ও —— মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

খ. ——, কৃপাময়, করুণাময় ঈশ্বরের গুণবাচক নাম।

গ. হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন ——।

ঘ. মানুষের প্রধান গুণ ——।

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলো।

ক. সংঘ ও সংঘশক্তির ওপর জোর দিতেন কে?

খ. কৌরবরা কেমন প্রকৃতির ছিল?

গ. 'সকলের তরে সকলে আমরা এর পরের লাইনটি বল।

ঘ. 'গুরুজন ও বাবা-মায়ের কথা শুনবে' কে বলেছিলেন?

উত্তরমালা

১। ২২৬ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্ন ও উত্তর।

২। একটি বালিকা উচ্ছিষ্ট খাবার কুকুরকে খেতে দিচ্ছে।

৩। ক. জীবের; খ. দয়াময়; গ. শান্তনু; ঘ. মানবিকতা।

৪। ক. স্বামী প্রণবানন্দ। খ. লোভী ও স্বার্থপর।
গ. প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।
ঘ. মা আনন্দময়ী।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৩

তারিখ : ☐☐☐ সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

ক. রামায়ণ হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

খ. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন।

গ. দেব-দেবী ঈশ্বরের নিরাকার রূপ।

ঘ. সকল ধর্মগ্রন্থই পবিত্র।

২। কার কী সহযোগিতা প্রয়োজন লেখো।

১. যে চোখে দেখে না	
২. যে হাঁটতে পারে না	
৩. যে পড়া বুঝতে পারে না	

৩। তিনটি করে বাক্য লেখ।

রামায়ণ	মহাভারত

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. সীতাকে উদ্ধারের জন্য কে, কোথায় গিয়েছিলেন?

খ. জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় রথের ভেতরে কাদের মূর্তি থাকে?

গ. পূজায় লাগে এমন চারটি গাছের নাম লেখ।

উত্তরমালা

১ ▸ ক. মিথ্যা; খ. সত্য; গ. মিথ্যা; ঘ. সত্য।

২ ▸ ২৩৬ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্ন ও উত্তর।

৩ ▸ ২৪০ পৃষ্ঠার ২নং প্রশ্ন ও উত্তর।

৪ ▸ ক. সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম লঙ্কায় গিয়েছিলেন।

খ. জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় রথের ভেতরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি থাকে।

গ. পূজায় লাগে এমন চারটি গাছের নাম হলো— ১. কলা গাছ; ২. তুলসী গাছ; ৩. বেল গাছ; ৪. বট গাছ।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৪

তারিখ : ☐☐☐ সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। খালিঘরে নাম বসিয়ে মহাভারতের বর্ণিত পারিবারিক কাঠামো পূরণ করো।

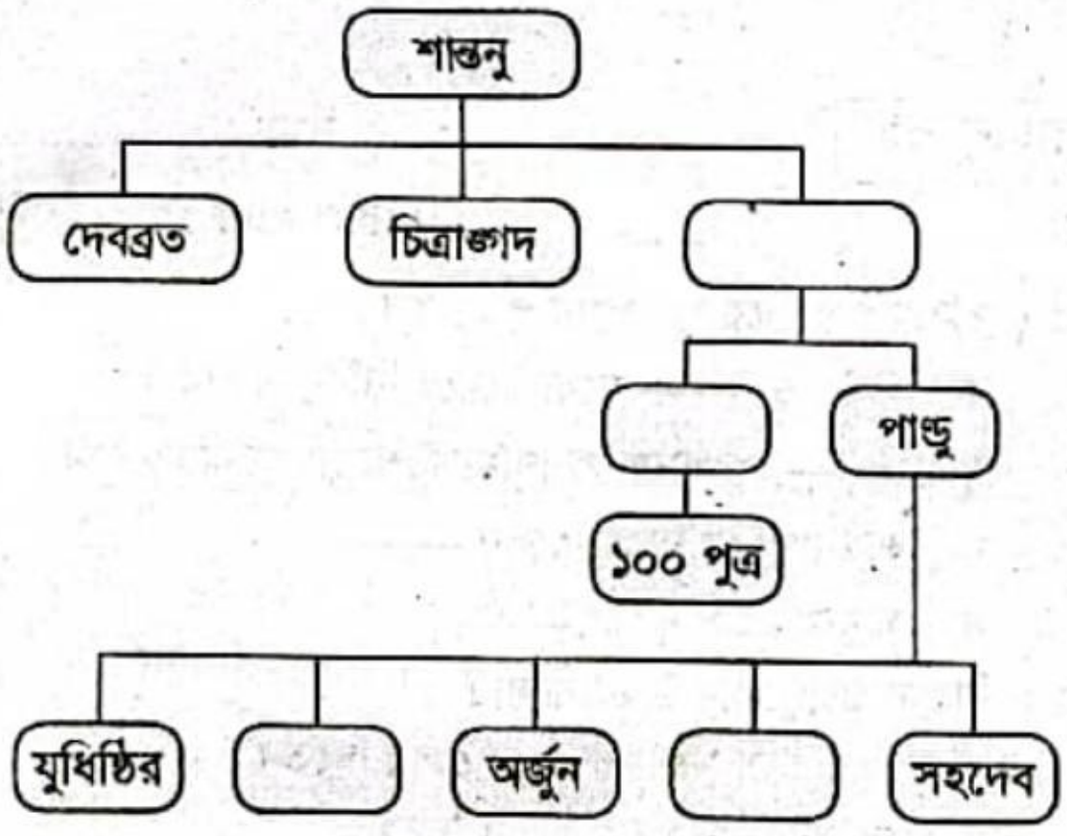

২। নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

ক.	ৎ	গ	জী	জ	ব
খ.	হা	ত	ম	র	ভা
গ.	যো	অ	ধ্যা		

৩। খালিঘর পূরণ কর।

কুরআন	
ত্রিপিটক	
বেদ	হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ
বাইবেল	

৪। নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক. দুর্গাপূজায় কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হয়। দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটি লেখ।

খ. এ পৃথিবীর সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন? আমরা কেন তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসব? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তরমালা

১ ▸ ২৪০ পৃষ্ঠার ৪নং প্রশ্ন ও উত্তর।

২ ▸ ক. জীবজগৎ; খ. মহাভারত; গ. অযোধ্যা।

৩ ▸

কুরআন	ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ
ত্রিপিটক	বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ
বেদ	হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ
বাইবেল	খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ

৪ ▸ ক. ২৪৫ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্ন ও উত্তর।

খ. ২৬১ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্ন ও উত্তর।